



নিজের বাড়িতেই বাণিজ্যিক ভিত্তিতে দেশি মুরগি পালন করছেন সুলতানা আহমেদ

■ সমকাল

দেশি মুরগি পালনে স্বাবলম্বী হচ্ছেন গ্রামীণ নারীরা

■ মোহন আখন্দ, বঙ্গুড়া
ফার্মের মুরগিতে যাদের অরুচি, তাদের জন্য স্থবর
এনেছে উভয়ের সরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান পর্যী
উন্নয়ন একেডেমির (আরডিএ) একদল গবেষক।
যায় দুই বছরের গবেষণায় প্রাক্তিকভাবে
বাণিজ্যিকভিত্তিতে দেশি মুরগি পালনে তারা সফর
হচ্ছেন। তিনি সদস্যের এই গবেষক দল পর্যে তাদের
প্রতিষ্ঠান-সংলগ্ন বঙ্গুড়ার শেরপুর উপজেলার ১০টি
গ্রামে পর্যাপ্তভাবে নারীকে দেশি মুরগি পালনের
প্রশিক্ষণ দেন। বাজারে দেশি মুরগির বাপেক চাহিন
থাকার পরবর্তী সময়ে প্রশিক্ষিত নারীদের কাছ থেকে
অন্যাও লালন-পালন পক্ষিত শিখে নিয়ে স্বাবলম্বী
হচ্ছেন। মুরগি ও ডিম বিক্রি করা তারা
প্রতি মাসে আয় করছেন ১৫ থেকে ২০

হাজার টাকা।

দেশি মুরগি পাওয়া যায় এমনটা
জানার পর শহরের অনেকে এখন
আরডিএর পাশের প্রায়ঙ্গুলেতে ছুটতে
শুরু করেছেন। তাদেরই একজন শহরের
স্ত্রাপুরের বাসিন্দা আবাসন ব্যবসায়ী
রাজেন্দ্র রহমান রাজু। পনেরো দিন পর পর
তিনি দেশি মুরগি কিনতে একন শেরপুর উপজেলার
রংগবীরবালা গ্রামে যান। তার দেখাদেখ অন্যাও
মুরগি কিনতে যাচ্ছেন রংগবীরবালা, কাহুরা, ওলী ও
গেপালপুর গ্রামে ব্যবসায়ী রাজু বলেন, 'দেশি মুরগি
বজারেও তেমন পাওয়া যায় না। যেওলো 'দেশি'
বলে বিক্রি হয়, সেগোলো মৃত সেনালি জাতের
মুরগি। ফলে মুরগি খাওয়া প্রাপ্ত হচ্ছেই সিংতে
হয়েছিল। কিন্তু এখন আরডিএর গবেষকদের কলামে
দেশি মুরগি প্রেতে সময় হচ্ছে না।'

শুরুটা যেতাবে : আরডিএর কৃষি বিজ্ঞান বিভাগের
পরিচালক আবদুর রহমান জানান, ২০১৭ সালে
তারা 'কান্টিনিং' ভিত্তিক বাণিজ্যিকভাবে দেশি মুরগি
পালনের মাধ্যমে গ্রামীণ নারীর অর্থনৈতিক উন্নয়ন'
শীর্ষক একটি গবেষণা প্রকল্পে আরডিএর কৃষি বিজ্ঞান
বিভাগের কাজে পরবর্তী সময়ে আরডিএর কৃষি বিজ্ঞান
বিভাগের প্রকারী পরিচালক মাশরুম তানজীন ও
তা. মোহাম্মদ রিয়াজুল ইসলাম জানান।

গবেষণা দলের সদস্য তা. মোহাম্মদ রিয়াজুল
ইসলাম জানান, দুটু বছর আগে তারা তাদের প্রতিষ্ঠান
থেকে প্রায় ছয় কিলোমিটার দূরে রংগবীরবালা গ্রামের
২৫ জন নারীকে প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে
থেকে প্রে ১০ জন নারী বাণিজ্যিকভিত্তিতে মুরগি
পালন শুরু করেন। তারা যখন সফল হলেন, তখন
আশপাশের গ্রামে নারীরাও আগামী হয়ে উঠলেন।

পরে তারা প্রতোক গ্রামে ১৫ জন নারীর জন্য
একজনকাকে দলাতোক বানিয়ে তার মাধ্যমে প্রশিক্ষণের
ব্যবস্থা করেছেন।

রংগবীরবালা গ্রামের সুলতানা আহমেদ জানান,

তিনি প্রথমে আরডিএ থেকে একদিনের ২০টি মুরগির
বাচ্চা এনেছিলেন। সেখান থেকে এখন তার প্রায়

২৫০টি মুরগি হয়েছে। তিনি বলেন, যেহেতু
বাচ্চাগুলোর মা থাকে না, তাই একদিনের
বাচ্চাগুলোকে অন্তত সাত দিন নির্ধারিত তাপে একটি
বকেল থেকে রাফ্ফা জন্য তাদের এক মাস একটি ঘরে
রেখে থাকা দেওয়া হয়। তারপর দলগুলোকে
বাড়ির উঠানে ছেড়ে দিয়ে তিনি বেল চালের খুদ,
ভুট্টাভুট্টা, ঘাস এবং ফিত খাওয়ানো হয়।

আমিন খান নামের আরেক গ্রামবাসী জানান,

মুরগি পালন করে তিনি এখন প্রতি মাসে অন্তত ২০

হাজার টাকা ব্যাপতি আয় করেছেন।

আরডিএর কৃষি বিজ্ঞান বিভাগের পরিচালক

মাঝুম জানান, এই পক্ষটি এখন বঙ্গুড়ার পাশাপাশি
সিরাজগঞ্জ, গাইবান্ধা ও রাজবাটী জেলায়ও বেশ
জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। তিনি বলেন, এটিকে আরও বড়
আকারে সরান্দেশে ছড়িয়ে দিতে আরডিএ দেশি
মুরগির হাচারি স্থাপন ও বাণিজ্যিকভাবে বাচ্চা
উৎপাদন করেছে।

বাণিজ্যিকভিত্তিতে দেশি মুরগি পালনে সফল বঙ্গড়ার আরডিএ

সাইফুল বারী ডাবলু, শেরপুর (বঙ্গড়া)

ফার্মের মুরগিতে যাদের আরডি-তারের জন্য সুখবর এনেছেন বঙ্গড়ার সরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান পল্লী উন্নয়ন একাডেমির (আরডিএ) একদল গবেষক। প্রায় দই বছরের গবেষণায় প্রাক-তক্তভূম বাণিজ্যিক ভিত্তিতে দেশি মুরগি পালনে তারা সফল হয়েছে। তিনি সমস্যের ওপর গবেষক দল পরে তাদের প্রতিষ্ঠান সংলগ্ন বঙ্গড়ার শেরপুর উপজেলার ১০টি গ্রামে পর্যায়ক্রমে আড়াইশ নারীকে দেশি মুরগি পালনের প্রশিক্ষণ দেন।

বাজারে দোধি মুরগির ব্যাপক চাহিদা থাকায় পরবর্তীতে প্রশিক্ষিত ওই নারীদের কাছ থেকে লালন-পালন শিখে এখন অন্য নারীরাও স্বাক্ষর হয়ে উঠেছেন। মুরগি ও ডিম বিক্রি করে তারা প্রতি মাসে ১৫ থেকে ২০ হাজার টাকা আয় করছেন।

বঙ্গড়া পল্লী উন্নয়ন একাডেমির কৃষি বিজ্ঞান বিভাগের পরিচালক আব্দুল্লাহ আল মাঝুন দৈনিক সংবাদকে জানান, ২০১৭ সালে তারা 'কমিউনিটি ভিত্তিক বাণিজ্যিকভাবে দেশি মুরগি পালনের মাধ্যমে প্রায়ীন নারীর অর্থনৈতিক উন্নয়ন' শিরক একটি গবেষণা শুরু করেন। যার লক্ষ্য ছিল প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রায়ীন নারীদের দেশি মুরগি পালনে প্রযুক্তিগত জ্ঞান বৃদ্ধি করা, স্বল্প খরচে বাণিজ্যিকভাবে দেশি মুরগির বাচ্চা উৎপাদন কৃতি উপরে দেশি মুরগির বাচ্চা প্রক্রিয় ব্যবস্থাপনা, সাধারণ খাদ্যের পরিবর্তে এক মাস বয়স পর্যন্ত সুস্থ দানাদার খাদ্য প্রদান, নিয়মিতভাবে টিকা ও ক্রিমনাশক ওষুধ দেয়া, মুরগির বিষ্ঠা ব্যবহারে জৈব্য সার উৎপাদন এবং বাজারজাতকরণ। গবেষণা আব্দুল্লাহ আল মাঝুন সাংবিদিকদের জানান, গবেষণা কাজে পরবর্তীতে আরডিএর কৃষি বিজ্ঞান বিভাগের সহকারী পরিচালক মাশুরুক্ত তানজীন ও ডাঃ মোহাম্মদ রিয়াজুল ইসলামকে মুক্ত করা হয়।

গবেষণা দলের সদস্য ডাঃ মোহাম্মদ রিয়াজুল ইসলাম জানান, গবেষণার ওপরে দেশি মুরগি পালনে সমস্যাগুলো কি কি সেগুলো চিহ্নিত করেন তারা প্রায়ীন নারীদের ওপর জরিপ চালান। তাতে দেখা যায়, বাচ্চার মৃত্যুর হার বেশি এবং ওজন বৃদ্ধি হয়ে থাই গতিত। এর পাশাপাশি আরেকটি বিষয় নজরে আসে সেটি হলো—স্বল্প পরিসরে শুধুমাত্র মা মুরগি দিয়ে (ডিমপাঢ়া মুরগি) ১২ থেকে ১৫টি ডিম ফুটানো হয়। যে কারণে তাদের পক্ষে বাণিজ্যিকভাবে দেশি মুরগি পালন করা সম্ভব হচ্ছিল না।

গবেষক দলের প্রধান আব্দুল্লাহ আল মাঝুন আরও বলেন, বাড়ি-ঘরে মুরগি পালনের ক্ষেত্রে আমাদের যান্ত্রিকে সান্তানি যে পদ্ধতি অনুসরণ করেন সেটিকে

অঙ্গুল রাখা হয়েছে। এর সঙ্গে আমরা চারটি ক্ষেত্রে বিশেষ নজর দিয়েছি। সেগুলো হলো—বাচ্চা উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ডিমগুলো মা মুরগির পরিবর্তে হ্যাচারিতে ফুটানো, এবং তার বাচ্চাগুলোকে ক্রিডি করা আর্থাৎ নিনিট তাপমাত্রায় এক থেকে দুই সপ্তাহ রাখা, একই ধরনের খাবার না দিয়ে সুস্থ আদৃত এবং চিকিৎসা পর্যাপ্ত নিয়মিত টিকা ও ক্রিমনাশক প্রদান। এই চারটি পদ্ধতি অনুসরণের ফলে একদিকে বেশন মুরগির মৃত্যুর হার ৩ থেকে ৫ শতাংশে নামিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে তেমনি ৮৫ থেকে ৯০ দিনে মুরগিগুলোর ওজন ২০০ শতাংশেরও বেশি বাড়িয়ে ৬৫০ থেকে ৭৫০ গ্রামে উন্নীত করা গেছে। এই পদ্ধতিতে বাড়ির ভেতরে-বাইরে, বাগানের মধ্যে এমনকি ছাদে মাঝে ৮০০ বর্গফুট জায়গায় ১ হাজার মুরগি পালন করা সম্ভব। তিনি বলেন, আমরা আরডিএ'র ইনকিউবেটরে ডিম ফোটাই। একটি ডিম ফোটানোর জন্য আমরা পাঁচ টাকা করে নিয়ে থাকি। এছাড়া আমরা একদিনের বাচ্চা ও ৩০ থেকে ৩৫ টাকায় বিক্রি করি। তবে কেউ কেউ চাইলে ৫০০টি ডিম ফোটানোর জন্য মাত্র ১৫ হাজার টাকায়। একটি ইনকিউবেটর বানিয়ে নিতে পারেন।

রঘবীরবালা গ্রামের মৃত রাইচ উদ্দিন আহমেদের স্ত্রী সুজতান আহমেদ জানান, তিনি প্রথমে আরডিএ থেকে একদিনের ২০টি মুরগির বাচ্চা এনেছিলেন। সেখান থেকে এখন তার প্রায় ২৫০টি মুরগি হয়েছে। তিনি বলেন, যেহেতু বাচ্চাগুলোর মা থাকে না তাই একদিনের বাচ্চাগুলোকে ক্রিডি আর্থাৎ অস্তত ৭ দিন নির্ধারিত তাপে একটি বাচ্চা বাড়ির ভেতরে রাখতে হয়। তারপর সেগুলোকে বাড়ি উঠানে হেচেড় দিয়ে তিনি বেলা চারের খুদ, ভুটাঙ্গড়া, ঘাস এবং ফিফ খাওয়ানো হয়। এর পাশাপাশি নিয়মিত টিকা এবং বৃমিনাশক দেয়া হয়।

জবা খাতুন নামে এক গৃহবধু জানান, বাচ্চাগুলোর বয়স পাচদিন হলে প্রথম টিকা দিতে হয়। এরপর ২১ দিনে এবং এক মাস পরেও টিকা দিতে হয়। দেড় মাস ক্রিমনাশক এবং ২ মাস পর দিতে হয় রাশীক্ষেত্র রোগের টিকা। আরডিএ'র কৃষি বিজ্ঞান বিভাগের পরিচালক আব্দুল্লাহ আল মাঝুন জানান, বাণিজ্যিক ভিত্তিতে দেশি মুরগি পালনের এই পদ্ধতি এখন বঙ্গড়ার প্রাণাপণি সিরাজগঞ্জ, গাইবান্ধা এবং রাজবাড়ি জেলাতেও বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। তিনি বলেন, এটিকে আরও বড় আকারে সারাদেশে ছড়িয়ে দেয়া সম্ভব। এজন্য আরডিএ'ত সরকারি বেসরকারি অর্থাৎ পারিলিক-প্রাইভেট পার্টেনারশিপের (পিপিপি) ভিত্তিতে দেশি মুরগির হ্যাচারি স্থাপন ও বাণিজ্যিকভাবে বাচ্চা উৎপাদন শুরু করা হয়েছে।



শেরপুর (বঙ্গড়া) : দেশি মুরগির বাচ্চা পরিচর্যা করছেন নারী

-সংবাদ

১০ অক্টোবর ২০২৫	১৪ জুন ২০১৯২৫	একই সপ্তাহে	সপ্তাহ	সপ্তাহ কর্তৃ	সপ্ত	বিশেষ	অসমীয়া	চূড়ান্ত কর্তৃ	বিশেষ	বাবল-বালিকা	বেশবৃত্তি	সাইজ	বজ্রজ আজ ও কল	বিভিন্ন চিপস	ভাকরের মৌজে	ভারপুর ভবন	বিভিন্ন
মুক্তি	মুক্তি	মুক্তি	মুক্তি	মুক্তি	মুক্তি	মুক্তি	মুক্তি	মুক্তি	মুক্তি	মুক্তি	মুক্তি	মুক্তি	মুক্তি	মুক্তি	মুক্তি	মুক্তি	মুক্তি

প্রচলন

বঙ্গভূষণ আরডিএ র সাকলা

যেভাবে দেশী মুরগী বাণিজ্যিক ভিত্তিতে লালন-পালন করবেন

পুরুষ বিশেষ

পরিষ্ঠ রয়েছে ৪৪ বরা। অর্থ: ১২ জুন ২০২৫।



ফার্মের মুরগিতে যাদের অরুণ-ত তাদের জন্য সুখবর এনেছেন বগুড়ার সরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান পঞ্জি উন্নয়ন একাডেমির (আরডিএ) একদল গবেষক প্রায় দুই বছরের গবেষণায় প্রাক-ভিত্তিকভাবে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে লালন-পালন করবেন।

তিনি সদস্যের ওই গবেষক দল পরে তাদের প্রতিষ্ঠান সংলগ্ন বগুড়ার পেরিপ্লেনের ১০টি প্রায়ে পর্যায়ভূমিকে আভুতি শ' নারীকে দেশি মুরগি পালনের প্রশিক্ষণ দেন। বাজারে দেশি মুরগির ব্যাপক চাহিদা থাকায় প্রবর্তিতে এই নারীদের কাছ থেকে লালন-পালন শিখে এবং তাদের নারীরাও স্বাবলম্বন হয়ে উঠেছেন। মুরগি ও তিনি বিক্রি করে তারা প্রায় ১৫ থেকে ২০ হাজার টাকা আয় করবেন।

দেশি মুরগি পাওয়ায় যায়-এমবাটা জানার পর স্থানের অবকাশে বাণিজ্যিক পার্শ্বে প্রায়ে মুরগি কিনতে এবং মুরগু উপজেলার প্রায়ে যান। তার দেখাদেশে পরিচিত বৃক্ষরাগ ও ওই প্রায়মসহ পার্শ্বের মুরগি পালনে প্রায়ে যান। তার দেখাদেশে পরিচিত বৃক্ষরাগ ও ওই প্রায়মসহ পার্শ্বের মুরগি পালনে প্রায়ে যান।

বাণিজ্যিক রাঙ্গুনের রহমন রাজু বলেন, “আমি ফার্মের মুরগি থেকে পারি না। বাড়িতে অন্যান্য থেকে তায় না। দেশি মুরগি বাজারে তেমন পাওয়ায় যায় না। আমি যেন্তে ‘শেশি’ বলে বিক্রি হয় সেগুলো মূলত সোনালী জাতের মুরগি। ফলে মুরগি খাওয়া প্রায় ছেড়েই দিতে হয়েছিল। যদি কখনও গ্রাম থেকে পরিচিতদের কেউ দিয়ে মেঝে কেবল তাবেই দেশি মুরগির স্বাদ নিতে পারতাম। কিন্তু এখন আরডিএ’র গবেষকদের কলাণে দেশি মুরগি স্পেতে সমস্যা হচ্ছে না।”

শুভ্রা মেভার

আরডিএ’র কৃষি বিজ্ঞান বিভাগের পরিচালক আন্দুরাই আল মামুন জানান, ২০১৭ সালে তারা ‘ক্রিউনিটি টিক্সিক বাণিজ্যিকভাবে দেশি মুরগি পালনের মাধ্যমে গ্রামীণ নারীদের দেশি মুরগি পালনে প্রযুক্তিগত জ্ঞান বৃদ্ধি করা, স্বাস্থ্য বৃক্ষে বাণিজ্যিকভাবে দেশি মুরগির বাচা উৎপাদন, কৃতিম উল্লাপে দেশি মুরগির বাচা বৃদ্ধি করা স্বাস্থ্যর পরিবর্তে এক মাস পর্যায়ে মুরগু প্রদান, নিয়মিতভাবে টিকা ও কুমিনাশক ও পুষ্প দেওয়া, মুরগির বিষ্টা বাচারে জেবা সার ও জেপাদন এবং বাজারজাতকরণ। আন্দুরাই আল মামুন জানান, গবেষণা কাজে প্রবর্তীতে আরডিএ’র কৃষি বিজ্ঞান বিভাগের সহকারি পরিচালক মাস্কুলাফ তানজীন ও ডা. মোহাম্মদ রিয়াজুল ইসলামকে শুরু করা হয়।

গবেষণা দলের সদস্য ডা. মোহাম্মদ রিয়াজুল ইসলাম জানান, গবেষণার শুরুতে দেশি মুরগি পালনে সমস্যাগুলো কি বেশেগুলো কিভাবে করতে তারা গ্রামীণ নারীদের ওর জরিপ চালান। তাতে দেখা যায়, বাচা স্বাস্থ্যের হার এবং জেবা পরিসরে শুরুমাত্র মা মুরগি দিয়ে (ডিপিভার্জ মুরগি) ১২ থেকে ১৫ টি ফেন ফুটানো হচ্ছে। যে কারণে তাদের পক্ষে বাণিজ্যিকভাবে দেশি মুরগি পালন করা সম্ভব হচ্ছিল না।

সনাতনী পৰ্যাপ্তিকে অঙ্গুল রেখে যেভাবে মুরগির উৎপাদন বাড়ানো হচ্ছে

গবেষক দলের প্রধান আন্দুরাই আল মামুন বলেন, বার্ডি-ঘরে মুরগি পালনের ক্ষেত্রে আমাদের মা-বোনেরা সম্মতি যে পৰ্যাপ্ত অনুসৰণ করতে অঙ্গুল রাখা হচ্ছিল। এর সঙ্গে আমরা চারটি ক্ষেত্রে বিশেষ করে দিয়েছি। সেগুলো হলো-বাচা উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ডিমগুলো মা মুরগির পরিবর্তে হাচারিতে ফুটানো, এরপর বাচাগুলোকে বৃত্তি করা অর্থাৎ নিয়ন্ত্রিত আশ্বাসায় এক থেকে দুই স্বাস্থ্য বাচা, একটি ধরনের খাবারের খাপান ন দিয়ে স্বাস্থ্য খাদ্য এবং চিকিৎসা অর্থাৎ নিয়মিত টিকা ও কুমি নাশক প্রদান। এই চারটি পৰ্যাপ্ত অনুসরণের ফলে একদিনে যেনে মুরগির স্বাস্থ্যের হার ৩ থেকে ৫ শতাংশে নামিয়ে আনা সম্ভব হচ্ছে তেমনি ৮৫ থেকে ৯০ দিনে মুরগিগুলোর ওজন ২০০ শতাংশের বেশি বাড়িয়ে ৬৫০ থেকে ৭৫০ গ্রামে উচ্চীত করা গেছে। এই পৰ্যাপ্তিকে বাড়ির তেজের-বাইরে, বাগানের মধ্যে এমনকি হাদে মাত্র ৮০০ বর্গমিট্ট জায়গায় ১ হাজার মুরগী পালন করা সম্ভব। আমরা আরডিএ’র ইনকিউবেটরে ডিমোটারা একটি ডিম মোটানোর জন্য আমরা পাচ টাকা করে নিয়ে থাকি। এছাড়া আমরা একদিনের বাচাটা ও শত থেকে ১০ টাকায় বিক্রি করি। তবে বেট মেট চাইলে ৫০০টি ডিম মোটানোর জন্য মাত্র ১৫ হাজার টাকায় একটি ইনকিউবেটরের বিনিয়ে নিতে পারেন।

আরডিএ’র গবেষণা দলের সদস্য ডা. মোহাম্মদ রিয়াজুল ইসলাম জানান, দুই বছর আগে তারা তাদের প্রতিষ্ঠান থেকে প্রায় ২৪ টি কিলোমিটার দলে রঞ্জীরিবালা গ্রামের ২৫জন নারীকে প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন। তাদের মধ্য থেকে পৰবর্তীতে মাত্র ১০জন নারী বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মুরগি পালন শুরু করেন। এরপর তারা যথন স্বতল হয়েন তখন আশ-পালনের নারীরাও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়ে উঠেছিলো। তিনি বলেন, স্বাইকে তো আর আমাদের পক্ষে হাতে-কর্মে প্রশিক্ষণ দেওয়া সম্ভব নয়, তাই আমরা প্রত্যেক গ্রামে ১০জন মাহিলার জন্য একজনকে শুধু লিভার বানিয়ে তার মাধ্যমে প্রশিক্ষণ এবং মুরগি বাজারজাতকরণের বিষয়টি নিশ্চিত করেছিল। রঞ্জীরিবালা গ্রামের মুরগী ইউনিট আহমেদেশ্বর শ্রী সুলতানা আহমেদেশ্বর জানান, তিনি প্রথমে এখন তার প্রায় ২৫০টি মুরগী হয়েছে। তিনি বেলন থেকে এখন তার প্রায় ২৫০টি মুরগী দেওয়া হচ্ছে। একদিনের ২০টি মুরগী বাচা এনেছিলো। সেখান থেকে এখন তার প্রায় ২৫০টি মুরগী দেওয়া হচ্ছে। একদিনে বাচাগুলোর মা থাকে না তাই একদিনের বাচাগুলোকে বুজি, অর্থাৎ অস্তত একদিন বেলন থেকে একজন ব্যক্তি করে আবাস করেছে যে রেটেই খাবার দেওয়া হচ্ছে। বারপপ সেগুলোকে বাস্তিগুলোতে দেওয়া হচ্ছে যিনি বেলন চালের খুল, টুটাগুড়া, ঘাস এবং কুমিনাশক মেওয়া হচ্ছে।

জবা খাস্তুন নামে এক গৃহবধূ জানান, বাচাগুলোর বহস পাঁচদিন হলে প্রথম টিকা দিতে হচ্ছে। এরপর ২১ দিনে এবং এক মাস পরেও টিকা দিতে হচ্ছে। স্বেচ্ছামতে ক্ষেত্রে রাখা স্বত্ত্ব প্রদান করে আবাস করেছে।

আমিনা খাস্তুন নামে অপের এক গৃহবধূ জানান, দুই বছর আগে মুরগী পালন শুরু করে তিনি এখন থেকে মাত্র আস্তত ২০ হাজার টাকা বাচ্চি একজন আস্তত আবাস করেছেন। তিনি বলেন, অনেক সময় পাইকারি বিত্তের আমাদের মুরগিগুলো দেশি মুরগি বলে বিশেষ করতে চায় না। তবে আমরা তাদেরকে বাড়িতে এমন দেখালে তারা বিশেষ করতে বাধা করে না। এখন একটি মুরগী বাচা একটি মুরগী পালন শুরু করেছেন।

আরডিএ’র কৃষি বিজ্ঞান বিভাগের পরিচালক আন্দুরাই আল মামুন জানান, বাণিজ্যিক ভিত্তিতে দেশি মুরগি পালনের এই পৰ্যাপ্তিকে এখন বগুড়া পাশ্চাপ্লান সিরাতগুঁজ, গাইবাবা এবং রাজবাড়ি জেলাতেও বেশ জনপ্রিয় হচ্ছে উঠেছে। তিনি বলেন, এটিকে আরও বড় আকারে সারাদেশে দেওয়া সম্ভব। এজন আরডিএ’তে সরকারি-বেসরকারি অর্থাৎ পার্বালি-প্রাইভেট পার্টনারশিপের (পিপিএল) ভিত্তিতে দেশি মুরগির বাচারি স্থাপন ও বাণিজ্যিকভাবে বাচা একটি উৎপাদন শুরু করা হচ্ছে।

বগুড়া পলন্তী উন্নয়ন একাডেমীর সাফল্যে

বাণিজ্যিক ভিত্তিতে দেশী মুরগি পালন

“শুননী সাইফুল বাবু ডাব্লু”

ফার্মের মুরগিতে যাদের অরতি- তাদের জন্য সুবিধার এনেছেন বগুড়ার সরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান পলন্তী উন্নয়ন একাডেমির (আরডিএ) একদল গবেষক। প্রায় দুই বছরের গবেষণায় প্রাক্তিকভাবে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে দেশী মুরগি পালনের তারা সফল হয়েছেন। তিনি সদস্যের ওই গবেষক দল পরে তাদের প্রতিষ্ঠান সহজে বগুড়ার সেপুরে পেগজেলার ১০টি গ্রামে পর্যাপ্তভাবে আড়াই শ' নারীকে দেশী মুরগি পালনের প্রশিক্ষণ দেন। বাজারে “দেশী মুরগির ব্যাপারে চাহিদা থাকে পরিবর্তীতে প্রশিক্ষিত ও নারীদের কাছ থেকে জালন-পালন শিখে এখন অনেক নারীরা খালুমুখী হয়ে উঠেছেন। মুরগি ও তিমি বিক্রি করে তারা প্রতি মাসে ১৫ টকে ২০ হাজার টাকা আয় করেছে।

বগুড়া পলন্তী উন্নয়ন একাডেমীর কৃষি বিজ্ঞান বিভাগের পরিচালক আনন্দলম্বন আল মাঝুন দৈনিক সহায়তা জানান, ২০১৭ সালে তারা ‘কার্মিনিটি’ ভিত্তিক বাণিজ্যিকভাবে দেশী মুরগি পালনের মাধ্যমে নারীর অর্থনৈতিক উন্নয়ন’ শীর্ষক একটি গবেষণা প্রয়োজন করেন। যার লক্ষ্য ছিল প্রক্রিয়াগত মাধ্যমে প্রাণীগ নারীদের দেশী মুরগি পালনে প্রক্রিয়া জান বাবি করা, স্বল্প খরচে বাণিজ্যিকভাবে দেশী মুরগির বাচ্চা উৎপাদন, কৃতিম উপায়ে দেশী মুরগির বাচ্চা প্রস্তুত ব্যবস্থাপনা, সাধারণ খাবারের পরিবর্তে এক মাস বাসন পর্যবেক্ষণ সুবাস দানাদার খাদ্য প্রদান, নিয়মিতভাবে টিকা ও কার্মিনিটি কৃতিম ও দেওয়া ক্ষেত্রে পরিবর্তন এবং বাজারজাতকরণ। গবেষক আনন্দলম্বন আল মাঝুন সাবেকালিকদের জানান, গবেষণা কাটে পরিবর্তীতে আরডিএ কৃষি বিজ্ঞান বিভাগের সহকারি পরিচালক মাঝুনরহমান তানজীন ও ডা. মোহাম্মদ রিয়াজুল ইসলামকে মুক্ত করা হয়।

গবেষণা দলের সদস্য ডা. মোহাম্মদ রিয়াজুল ইসলাম জানান, গবেষণার প্রয়োজন করে দেশী মুরগি পালনে সমস্যাগুলো কি সেগুলি প্রতিষ্ঠিত করেন। তাদের মধ্য থেকে পরিবর্তীতে মাত্র ১০ জন নারী বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মুরগি পালন শুরু করেন। এরপর তারা যথেষ্ট সফল হলেন তখন আশ-পাশের নারীরাও দেশী মুরগি পালনে আগ্রহী হন। সবাইকে তো আর আমাদের পক্ষে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া সম্ভব নয়, তাই আমরা প্রত্যেক গ্রামে ১৫জন মহিলার জন্য একজনকে প্রাপ্ত লিঙ্গের বানিয়ে তার মাধ্যমে প্রশিক্ষণ এবং মুরগি বাজারজাতকরণের বিষয়টি নিশ্চিত করেছি।

রিয়াজুল ইসলাম প্রাপ্ত রাশ উদ্দিন আহমেদের ত্রৈ মুলতান আহমেদ জানান, তিনি প্রথমে আরডিএ থেকে একদলের ২০টি মুরগির বাচ্চা এনেছিলেন। সেখানে থেকে এখন তার প্রাপ্ত ২৫০টি মুরগী হয়েছে। তিনি বলেন, মেহেরু বাচ্চাগুলোর মা থেকে না তাই একদলের বাচ্চাগুলোকে প্রমাণিত অর্থাৎ অস্পত্তি দলিল নির্ধারিত তাপে একটি বাচ্চের তত্ত্বে রাখতে হয়। কাক, চিল বা বেজির কবল থেকে রক্ষার জন্য তাদের এক মাস একটি ঘরে দেখেই খাবার দেওয়া হয়। তারপর সেগুলোকে বাড়ির উঠানে ছেড়ে দিয়ে তিনি বেলা চারের খুন, তৃষ্ণাগুড়া, ঘাস এবং কিছি খাওয়ানো হয়। এর পাশাপাশি নিয়মিত টিকা এবং কুমিনাশক দেওয়া হয়।

জবা খাতুন নামে এক গৃহস্থ জানান, বাচ্চাগুলোর বয়স পাঁচদিন হলে প্রথম টিকা দিতে হয়। এরপর ২১ দিনে এবং এক মাস পরেও টিকা দিতে হয়। দেড় মাসে কুমিনাশক এবং ২ মাস পর দিতে হয় রাশিকেতে রোগের টিকা।

আমিনা খাতুন নামে অপর এক গৃহস্থ জানান, দুই বছর আগে মুরগী পালন শুরু করে তিনি এখন প্রতি মাসে অস্পত্তি ২০ হাজার টাকা বাড়িত আয় করেছেন। তিনি বলেন, অনেক সময় পাইকারি বিভাগের আমাদের মুরগিগুলো দেশী বলে বিশ্বাস করতে চায় না। তবে আমরা তাদেরকে বাড়িতে এনে দেখালে তারা বিশ্বাস করতে বাধ্য হন এবং ৯০দিন বয়সী একটি মুরগী ৩৫০ টাকা কেজিতে দের কেনেন। দিন দিন দেশী মুরগির চাহিদা দেখে আমরা মত আশ-পাশের মহিলারও এখন মুরগি পালন শুরু করেছেন।

আরডিএ’র কৃষি বিজ্ঞান বিভাগের পরিচালক আনন্দলম্বন আল মাঝুন জানান, বাণিজ্যিক ভিত্তিতে দেশী মুরগি পালনের এই পদ্ধতি এখন বগুড়ার পাশাপাশি সিরাজগঞ্জ, গাইবান্ধা এবং রাজবাড়ি জেলাতেও বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। তিনি বলেন, এটিকে আরও বড় আকারে সারাদেশে ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব। এজন্য আরডিএ’তে সরকারি- দেশেরকারি অর্থাৎ পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপে (পিপিপি) ভিত্তিতে দেশী মুরগির হাতারী স্থাপন ও বাণিজ্যিকভাবে বাচ্চা উৎপাদন শুরু করা হয়েছে।



শেরপুরে জনপ্রিয় হচ্ছে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে দেশীয় মুরগী পালন।

হয়েছে। এর সঙ্গে আমরা চারটি ক্ষেত্রে বিশেষ নজর দিয়েছি। সেগুলো হলো-বাচ্চা উৎপাদন মুরগির জন্য ডিমগুলো যা মুরগির পরিবর্তে হ্যাচুনীতে ফুটানো, এরপর বাচ্চাগুলোকে প্রমাণিত করা আবশ্যিক নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় এক মেঘে দুই সপ্তাহের রাখা, এবং ধরে ধরে ধরে নামিয়ে আনা সুবাস থাদ্য এবং চিকিৎসা অর্থাৎ নিয়মিত টিকা ও কৃষি নাশক প্রদান। এই চারটি পক্ষটি অনুসরে ফেলে একদলি দেশী মুরগির মৃত্যু হার ৩ থেকে ৫ শতাংশে নামিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে তেমনি ৮৫ থেকে ৯০ দিনে মুরগিগুলোর ওজন ২০০ শতাংশেরও বেশি বাড়িয়ে ৬৫০ থেকে ৯৫০ গ্রামে উন্মুক্ত করা গেছে। এই পক্ষটিতে বাচ্চা তেজে-বাইরে, বাগানের মধ্যে এসময়ি ছাদে মাস ৮০০০ বর্গফুট জায়গায় ১ হাজার মুরগী পালন করা সম্ভব। তিনি বলেন, আমরা আরডিএ’র ইনকিউবেটরে তিম ফোটাই। একটি তিম ফোটানোর জন্য আমরা পাঁচ টাকা করে নিয়ে থাকি। এছাড়া আমরা একদলের বাচ্চা ও ৩০ থেকে ৩৫ টাকায় (২য় পাতায় দেখুন)

বাণিজ্যিক ভিত্তিতে দেশী মুরগীর

বিক্রি করি। তবে কেউ কেউ চাইলে ৫০০ টি তিম ফোটানোর জন্য মাত্র ১৫ হাজার টাকায়। একটি ইনকিউবেটর বানিয়ে নিতে পারেন।

আরডিএ’র গবেষণা দলের সদস্য ডা. মোহাম্মদ রিয়াজুল ইসলাম জানান, দুই বছর আগে তারা তাদের প্রতিষ্ঠান থেকে প্রায় ৬ কিলোমিটার দূরে রংবারীবালা প্রামের ২৫ জন নারীকে প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন। তাদের মধ্য থেকে পরিবর্তীতে মাত্র ১০ জন নারী বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মুরগি পালন শুরু করেন। এরপর তারা যথেষ্ট সফল হলেন তখন আশ-পাশের নারীরাও দেশী মুরগি পালনে আগ্রহী হন। সবাইকে তো আর আমাদের পক্ষে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া সম্ভব নয়, তাই আমেরা প্রত্যেক গ্রামে ১৫জন মহিলার জন্য একজনকে প্রাপ্ত লিঙ্গের বানিয়ে তার মাধ্যমে প্রশিক্ষণ এবং মুরগি বাজারজাতকরণের বিষয়টি নিশ্চিত করেছি।

রংবারীবালা প্রামে তৃষ্ণ রাশ উদ্দিন আহমেদের ত্রৈ মুলতান আহমেদ জানান, তিনি প্রথমে আরডিএ থেকে একদলের ২০টি মুরগির বাচ্চা এনেছিলেন। সেখানে থেকে এখন তার প্রাপ্ত ২৫০টি মুরগী হয়েছে। তিনি বলেন, মেহেরু বাচ্চাগুলোর মা থেকে না তাই একদলের বাচ্চাগুলোকে প্রমাণিত অর্থাৎ অস্পত্তি দলিল নির্ধারিত তাপে একটি বাচ্চের তত্ত্বে রাখতে হয়। কাক, চিল বা বেজির কবল থেকে রক্ষার জন্য তাদের এক মাস একটি ঘরে দেখেই খাবার দেওয়া হয়। তারপর সেগুলোকে বাড়ির উঠানে ছেড়ে দিয়ে তিনি বেলা চারের খুন, তৃষ্ণাগুড়া, ঘাস এবং কিছি খাওয়ানো হয়। এর পাশাপাশি নিয়মিত টিকা এবং কুমিনাশক দেওয়া হয়।

জবা খাতুন নামে এক গৃহস্থ জানান, বাচ্চাগুলোর বয়স পাঁচদিন হলে প্রথম টিকা দিতে হয়। এরপর ২১ দিনে এবং এক মাস পরেও টিকা দিতে হয়। দেড় মাসে কুমিনাশক এবং ২ মাস পর দিতে হয় রাশিকেতে রোগের টিকা।

আমিনা খাতুন নামে অপর এক গৃহস্থ জানান, দুই বছর আগে মুরগী পালন শুরু করে তিনি এখন প্রতি মাসে অস্পত্তি ২০ হাজার টাকা বাড়িত আয় করেছেন। তিনি বলেন, অনেক সময় পাইকারি বিভাগের মুরগিগুলো দেশী বলে বিশ্বাস করতে চায় না। তবে আমরা তাদেরকে বাড়িতে এনে দেখালে তারা বিশ্বাস করতে বাধ্য হন এবং ৯০দিন বয়সী একটি মুরগী ৩৫০ টাকা কেজিতে দের কেনেন। দিন দিন দেশী মুরগির চাহিদা দেখে আমরা মত আশ-পাশের মহিলারও এখন মুরগি পালন শুরু করেছেন।

আরডিএ’র কৃষি বিজ্ঞান বিভাগের পরিচালক আনন্দলম্বন আল মাঝুন জানান, বাণিজ্যিক ভিত্তিতে দেশী মুরগি পালনের এই পদ্ধতি এখন বগুড়ার পাশাপাশি সিরাজগঞ্জ, গাইবান্ধা এবং রাজবাড়ি জেলাতেও বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। তিনি বলেন, এটিকে আরও বড় আকারে সারাদেশে ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব। এজন্য আরডিএ’তে সরকারি- দেশেরকারি অর্থাৎ পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপে (পিপিপি) ভিত্তিতে দেশী মুরগির হাতারী স্থাপন ও বাণিজ্যিকভাবে বাচ্চা উৎপাদন শুরু করা হয়েছে।